দৈনিক খবর

৩

তারিখ ... 07 JAN 1990
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

৭/

সকলের মতামত নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় আইন যুগোপযোগী করা হবে

—শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে একাডেমিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদানের সাথে সাথে জনগণ আজকে জানতে চায় যে, তাদের প্রদত্ত ট্যাক্স হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার যে শতকরা ৯৮ ভাগেরও বেশী অর্থ প্রদান করছে তার বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশ ও জাতিকে কি দিচ্ছে। খবর তথ্য বিবরণী'র।

মন্ত্রী গত শুক্রবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ (বার্ক) মিলনায়তনে বাংলাদেশ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স ফেডারেশনের বার্ষিক সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনাপূর্বক ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনসমূহকে যুগোপযোগী এবং উন্নতকরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি বলেন, প্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে এই আইনসমূহকে যুগোপযোগী করা অত্যাবশ্যক। কেননা, পুরাতনকে আঁকড়ে থাকার অর্থই হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলতার লক্ষণ।

শিক্ষামন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে মুক্তিবুদ্ধি এবং চিন্তা ও চেতনা বিকাশের লালন ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারের দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, শিক্ষার ক্রমাবনতির কারণে দেশে ডিগ্রীধারী বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, পক্ষান্তরে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠছে না। তিনি এই হতাশা থেকে জাতিকে মুক্ত করতে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় শরীক হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোতে সামগ্রিকভাবে পরিবেশগত উন্নয়ন না হলে শুধুমাত্র বেতন বৃদ্ধি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে না। তিনি দলমত নির্বিশেষে সকলকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের আহবান জানান।

বাংলাদেশ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স ফেডারেশনের সভাপতি আবু হেনা মোহাম্মদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে অন্যান্যের মাঝে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম-এ মান্নান এবং বাংলাদেশ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আঃ বারেক মিয়া বক্তৃতা করেন।